দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

22

52

স্কুলে ভর্তি সমস্যা

বছরের শুরুতে প্রতিবার যা হয় এবারও তাই হয়েছে। স্কুলে শিশুদের ভর্তি করতে গিয়ে পিতা-মাতা অভিভাবকদের অত্যন্ত বেকায়দায় পড়তে হয়েছে। অভিভাবকদের এই নিদারুণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার একটাই কারণঃ রাজধানীর ভাল স্কুলগুলোতে শূন্য আসনের অভাব। নতুন আসন যাও-বা দু'চারটা সৃষ্টি হয় সেই তুলনায় ভর্তির আবেদনপত্রের সংখ্যা অত্যধিক। পত্রিকান্তরে খবর বেরিয়েছে রাজধানীর একটি স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে শ'তিনেক শূন্য আসনের জন্য আবেদনপত্র জমা পড়েছে পাঁচ হাজার। এত বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের চাপ সামাল দিতে স্কুলটির কর্তৃপক্ষ দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। এ হলো একটি মাত্র স্কুলের খবর। লেখা-পড়া এবং পরিচর্যা যেখানে ভাল সেই ধরনের স্কুল মাত্রেই কম-বেশী এই একই অবস্থা। রাজধানীর কয়েকটি স্কুল ভিড়, হাঙ্গামা এড়ানোর জন্য কিংবা হয়তো আসন শূন্য নেই বলে নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পরীক্ষা কর্মসূচীই বাতিল করে দিয়েছে। মোটা পারিতোষিক অথবা স্কুল তহবিলে চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে কোথাও হয়তো ভর্তির সোনার হরিণকে ধরা যায়। কিন্তু, আসন সংখ্যাই যেখানে কম অথবা নিঃশেষ হয়ে গেছে, সেখানে চাঁদা বা অর্থ প্রলোভনেও বা কতটা আর ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে? বছরের শুরুতে ছাত্র ভর্তির সমস্যা আগেও ছিলো। এখন সেটা প্রকট রূপ নিয়েছে। প্রকট হয়েছে তার কারণ স্কুল বাড়েনি, আসন বাড়েনি। বিদ্যমান স্কুল বা আসনকেও শিফটিং পদ্ধতি দ্বারা সংকট সমাধানের তেমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তাছাড়া, বেসরকারী ব্যবস্থাপনার খুব বেশী ভাল স্কুল নেই, এটাও ভর্তি সংকটের একটা বড় কারণ।

অপ্রিয় হলেও এখানে বলা দরকার, অভিভাবকদের মানসিকতার কারণেও ভর্তি সমস্যার মাত্রা বৃদ্ধি ঘটে। কেননা, কতিপয় স্কুলের প্রতি অভিভাবকদের দুর্বলতা রয়েছে। স্কুলগুলো অভিজাত কেতা কায়দায় পরিচালিত হয় এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বিদ্যা শিক্ষার মানও হয়তো তুলনামূলকভাবে ভাল। কিন্তু, অনাবাসিক স্কুলের কাছে শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠনের সবকিছু আশা করা যায় না। তাছাড়া, শিশুর মূল শিক্ষালয় হলো তার গৃহ। কেননা, এ সমাজের আর কোনো প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে না পারলেও পরিবার ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠান এখনো টিকে আছে। অথচ, শিশুর শিক্ষা ও মন বিকাশের জন্য অভিভাবকরা নিজেরা নিজস্ব পারিবারিক পরিমণ্ডলে সচেষ্ট হবার পরিবর্তে কতিপয় ভাল স্কুলে শিশু ভর্তির ব্যাপারে মরিয়া হয়ে ওঠেন। ফলে, শূন্য আসন ও আবেদনের মধ্যকার ব্যাপক অসামঞ্জস্যতা দুর্নীতির যেমন জন্ম দেয়, অনিয়মেরও প্রভূত কারণ সৃষ্টি করে। তাছাড়া, ভাল স্কুলের উপর অত্যধিক চাপ দিতে থাকলে তাদের মানেরও পতন হতে পারে।

আমরা মনে করি, বিষয়টি নিয়ে বছরের সূচনাকালীন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা অর্থ-বিত্ত প্রভাব-প্রতিপত্তির জোরে সমাধান করতে না গিয়ে বিষয়টি একটি সাংবাৎসরিক ভাবনায় রূপান্তরিত করা দরকার। সে ক্ষেত্রে ভাল, মধ্যম এবং নিম্নমানের; সরকারী, বেসরকারী এবং প্রাতিষ্ঠানিক (অর্থাৎ কোনো বড় স্থাপনার অঙ্গ বিদ্যালয়) নির্বিশেষে মহানগরী ও আশপাশের স্কুল কর্তৃপক্ষসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। নামের জন্য স্কুল বিশেষে ধর্ণা দিয়ে তাদের নাম বদনামে পরিণত করার চেয়ে সবাই মিলে সংকট সমাধানে এগিয়ে আসা উচিত বলে আমরা মনে করি। সম্মিলিত উদ্যোগে শিফটিং পদ্ধতি অথবা আন্তঃ স্কুল শিক্ষা-প্রশিক্ষণগত মতবিনিময় কিংবা উচ্চতর শিক্ষা প্রশিক্ষণের সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিম্নবর্তী শ্রেণীসমূহ থেকে শুরু করে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি এবং উপযুক্ত ও সুষম শিক্ষা দান পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ভর্তি সমস্যাকে প্রাধান্য দেবার পরিবর্তে অশিক্ষা বিদূরণকে যেদিন আমরা প্রাধান্য দিতে শিখবো এ সমস্যার প্রকৃত সমাধান সেদিনই সূচিত হবে বলে আমরা মনে করি।